

**১। 'চর্যাগীতিকোষবৃত্তি' নামে কে
চর্যাপদ'- অনুবাদ করেন ?**

- (ক) প্রবোধচন্দ্র
- (খ) সুনীতিকুমার
- (গ) কীর্তিচন্দ্র *
- (ঘ) রাজেন্দ্রলাল

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'চর্যাপদ' (১৯০৭) এর মুনিদত্ত কর্তৃক লিখিত টীকার তিব্বতি অনুবাদ করেছিলেন কীর্তিচন্দ্র 'চর্যাগীতিকোষবৃত্তি' নামে।
- ১৯০৭ সালে মহামহোপাধ্যায় নেপালের রাজগ্রন্থাগার থেকে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের একমাত্র নিদর্শন 'চর্যাপদ' আবিষ্কার করেন।
- 'চর্যাপদ' -এর পদসংখ্যা ৫০ কিংবা ৫১ এবং কবি সংখ্যা ২৩ কিংবা ২৪ জন।
- ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী ১৯৩৮ সালে চর্যাপদের তিব্বতি অনুবাদ আবিষ্কার করেন।
- ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রথম 'চর্যাপদ' এর ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেন এবং 'চর্যাপদ' এর ভাষা বাংলা তা প্রমাণ করেন।
- রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রথম তাঁর 'Sanskrit Buddhist Literature in Nepal' (১৮৮২) গ্রন্থে 'চর্যাপদ' এর কথা আলোচনা করেন।

**২। 'চর্যাপদ' এর কোন সংখ্যক
পদের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি?**

- (ক) ৮
- (খ) ১২
- (গ) ১১ *
- (ঘ) ৯

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ১৯০৭ সালে নেপাল থেকে আবিষ্কৃত 'চর্যাপদ' বাংলা সাহিত্যের অমূল্য রত্ন।
- 'চর্যাপদ' মূলত ছিল সহজিয়া বৌদ্ধদের গানের সংকলন।
- মুনিদত্তসহ অনেকে 'চর্যাপদ' এর টীকা রচনা করেন।
- 'চর্যাপদ' এর ১১ নং পদের ব্যাখ্যা টীকাকার দেয়নি।
- ১১ নং পদটির রচয়িতা কাহুপা।
- কাহুপা রচিত পদের সংখ্যা ১৩ টি।
- 'চর্যাপদ' এর পদের সংখ্যা ৫০ অথবা ৫১ টি।

৩। 'চম্পুকাব্য' বলতে কী বোঝেন?

- (ক) বিশেষ ঢং - এ রচিত কাব্য
- (খ) বিশেষ মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত
- (গ) গদ্য ও পদ্য মিশ্রিত কাব্য *
- (ঘ) কোনোটিই নয়

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- গদ্য ও পদ্য মিশ্রিত কাব্যকে চম্পুকাব্য বলে।
- 'শূন্যপুরাণ' চম্পুকাব্যের নিদর্শন।
- 'শূন্যপুরাণ' কাব্যের রচয়িতা রামাই পণ্ডিত।
- যে ছন্দে যুগ্মধ্বনি সর্বদা বিশ্লিষ্ট ভঙ্গিতে উচ্চারিত হয়ে দু

মাত্রার মর্যাদা পায় এবং
অযুগ্মধ্বনি একমাত্রা বলে
গণনা করা হয় তাকে মাত্রাবৃত্ত
ছন্দ বলে।

৪। বিরূপা কার গুরু ছিলেন?

- (ক) ডোম্বীপা *
- (খ) শান্তিপা
- (গ) লুইপা
- (ঘ) শবরপা

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বিরূপা গুরু ছিলেন ডোম্বীপার।
- ডোম্বীপা ত্রিপুরার রাজা ছিলেন।
- ডোম্বীপা চর্যাপদের ১৪ নং পদ রচনা করেন।
- শান্তিপা চর্যাপদের ১৫ ও ২৬ নং পদ রচনা করেন।
- লুইপা হলেন চর্যাপদের প্রথম পদটির রচয়িতা।
- শবরপা চর্যাপদের ২৮ ও ৫০ নং পদ রচনা করেন।

৫। 'নিলপুরাণ' গ্রন্থের রচয়িতা কে ছিলেন?

- (ক) শ্রীহর্ষ
- (খ) সহদেব চক্রবর্তী *
- (গ) নগেন্দ্রনাথ বসু
- (ঘ) ভূদেব চৌধুরী

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সহদেব চক্রবর্তী রচিত গ্রন্থ 'নিলপুরাণ'।
- এ গ্রন্থের মূল কাহিনী ও 'নিরঞ্জনের উদ্ভা' গ্রন্থের কাহিনী একই হওয়ায় সুকুমার সেনের

অভিমন্যু প্রকৃতপক্ষে
'নিরঞ্জনের উদ্ভা' এর রচয়িতা
সহদেব চক্রবর্তী।

- শ্রীহর্ষের রচিত গ্রন্থের নাম 'প্রাকৃতপৈঙ্গল'।
- 'বিশ্বকোষ' নামক বিখ্যাত গ্রন্থের প্রণেতা নগেন্দ্রনাথ বসু।
- ভূদেব চৌধুরী ছিলেন বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ও সাহিত্য সমালোচক।

৬। 'সেক শুভোদয়া' গ্রন্থটিতে কতটি অধ্যায় আছে?

- (ক) ১৫ টি
- (খ) ২০ টি
- (গ) ১৭ টি
- (ঘ) ২৫ টি *

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- অশুদ্ধ বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার মিশ্রণে রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি হলায়ুধ মিশ্র রচনা করেন 'সেক শুভোদয়া' চম্পুকাব্য।
- কাব্যটির রচনাকাল ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে।
- গ্রন্থটি ধার্মিক শেখ জালালুদ্দীন তাবরেজি ও রাজা লক্ষ্মণ সেনের অলৌকিক কাহিনি অবলম্বনে রচিত।
- সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এ গ্রন্থের ভাষাকে 'Dog Sanskrit' বলেছেন।
- গ্রন্থটিতে ২৫ টি অধ্যায় আছে।

৭। বিপ্রদাস পিপলাই রচিত 'মনসাবিজয়' কাব্যটি কত খ্রিষ্টাব্দে রচিত?

(ক) ১৪৯০

(খ) ১৪৯৫ *

(গ) ১৪৮৫

(ঘ) ১৪৯২

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- দেবী মনসার পূজা, তুষ্টি ও গুণকীর্তনের জন্য লিখিত কাব্যকে মনসামঙ্গল কাব্য বলে।
- 'মনসামঙ্গল' কাব্যের আদি কবি কানাহরি দত্ত ও শ্রেষ্ঠ কবি বিজয়গুপ্ত।
- বিপ্রদাস পিপলাই 'মনসাবিজয়' কাব্যটি রচনা করেন ১৪৯৫ খ্রিষ্টাব্দে।

৮। 'গীতরত্ন' সংগীত সংকলন কে করেন?

(ক) রামনিধি গুপ্ত *

(খ) রামপ্রসাদ সেন

(গ) মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

(ঘ) এন্টনি ফিরিঙ্গি

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- শাক্তপদাবলির আদি ও শ্রেষ্ঠ কবি হলেন রামপ্রসাদ সেন।
- কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ছিলেন চণ্ডীমঙ্গল কাব্য ধারার প্রধান কবি।
- এন্টনি ফিরিঙ্গি ছিলেন বিখ্যাত অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা ভাষার কবিয়াল।

➤ রামনিধি গুপ্তের টপ্পা গানের সংকলনের নাম 'গীতরত্ন'।

- তাঁর ডাক নাম নিধু বাবু
- তিনি বাংলায় টপ্পা গানের প্রচলন করেন।

৯। কোন কবিকে চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য বলা হয়?

(ক) চন্দ্রাবতী

(খ) জ্ঞানদাস *

(গ) গোবিন্দদাস

(ঘ) কৃতিবাস ওঝা

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- মনসামঙ্গলের কবি দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতী ছিলেন মধ্যযুগের অন্যতম মহিলা কবি।

- চন্দ্রাবতীই প্রথম মহিলা যে রামায়ণের বঙ্গানুবাদ করেন।

- চন্দ্রাবতীর রচিত কাব্যগুলো হলো : মলুয়া, দস্যু কেনারামের পালা, রামায়ণ ইত্যাদি।

- গোবিন্দদাস ছিলেন একজন বৈষ্ণব পদকর্তা।

- তাঁকে দ্বিতীয় বিদ্যাপতি বলা হয়।

- তাঁকে বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য বলা হয়।

- কৃতিবাস ওঝা ছিলেন বাল্মীকির রামায়ণের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ অনুবাদক।

- কৃতিবাসের পদবি ছিল মুখোপাধ্যায়।

- কৃতিবাসের অনূদিত রামায়ণের নাম ছিল 'শ্রীরাম পাঁচালি'।
- বাংলা ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলির আদি রচয়িতা ছিলেন কবি চণ্ডীদাস।
 - তিনি সহজিয়াপন্থী কবি ছিলেন।
 - তাঁর বিখ্যাত উক্তি "শুনহ মানুষ ভাই/ সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপর নাই"।
- জ্ঞানদাসকে কবি চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য বলা হয়।
 - জ্ঞানদাসের রচিত দুটি বৈষ্ণব গীতকাব্যের নাম মাথুর ও মুরলীশিক্ষা।
 - জ্ঞানদাসের বিখ্যাত উক্তি "সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু/ অনলে পুড়িয়া গেল"।

১০। 'সখিনার বিলাপ' গ্রন্থটির লেখক ছিলেন?

- (ক) জাফর *
 (খ) হায়াত মামুদ
 (গ) মুহম্মদ খান
 (ঘ) দৌলত উজির বাহরাম খান

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- কারবালা ও ইসলামি বিয়োগান্তক কাহিনি নিয়ে মূলত মুসলমানদের রচিত সাহিত্যই মর্সিয়া সাহিত্য। প্রশ্নে উল্লেখিত সবাই মর্সিয়া সাহিত্যের সাহিত্যিক।

- আঠার শতকের বিখ্যাত কবি হায়াত মামুদ।
 - তাঁর রচিত প্রথম কাব্যের নাম 'জঙ্গনামা'।
 - তাঁর অন্যান্য কাব্য হলো – চিত্তউপ্থান, ফকির বিলাস, কামালনসিয়ত, হিতজ্ঞানবাণী, আশ্বিয়াবাণী ইত্যাদি।
- মুহম্মদ খানের বিখ্যাত একটি মর্সিয়া কাব্য 'মত্তুল হোসেন'।
- দৌলত উজির বাহরাম খানের প্রথম কাব্য 'জঙ্গনামা' বা 'মত্তুল হোসেন' এবং 'লায়লী-মজনু তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা।
- আঠার শতকে জাফর নামক একজন অজ্ঞাত নামা কবি 'সখিনার বিলাপ' নামে মর্সিয়া শ্রেণির কাব্য রচনা করেন।

তাঁর আরেকটি বিখ্যাত কাব্য 'শহীদ-ই-কারবালা'।

১১। শাক্ত পদাবলির জন্য বিখ্যাত ছিলেন কে?

- (ক) দাশরথি রায়
 (খ) রামনিধি গুপ্ত
 (গ) রামপ্রসাদ সেন *
 (ঘ) এন্টনি ফিরিঙ্গি

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- দাশরথি রায় বাংলায় পাঁচালী গান জনপ্রিয় করে তোলেন। তিনি দাশুরায় নামেও পরিচিত ছিলেন।

- বাংলায় রামনিধি গুপ্ত টপ্পা গানের প্রচলন ঘটায়। তাঁর ডাক নাম নিধু বাবু।
- এন্টনি ফিরিঙ্গি ছিলেন আঠার শতকের বাংলা ভাষায় একজন কবিয়াল। তিনি জাতিতে পর্তুগিজ ছিলেন।
- রামপ্রসাদ সেন শাক্ত পদাবলির জন্য বিখ্যাত ছিলেন।
 - রামপ্রসাদ রচিত পদগুলোকে শ্যামা সঙ্গীত বা রামপ্রসাদী বা শাক্ত পদাবলি বলে।
 - শাক্ত পদাবলির আদি ও শ্রেষ্ঠ কবি রামপ্রসাদ সেন।
 - 'আমি কি দুঃখে ডেরাই' – তাঁর বিখ্যাত উক্তি।

১২। মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য' ইংরেজিতে প্রথম অনুবাদ করেন কে?

- (ক) দীনবন্ধু মিত্র
- (খ) রাজনারায়ণ বসু *
- (গ) সজনীকান্ত দাস
- (ঘ) ডি. এল. রায়

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- দীনবন্ধু মিত্র অধিক পরিচিত নাট্যকার রূপে। তিনি কবিতা লেখা শুরু করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অনুপ্রেরণায়। তাঁর রচিত নাটক :
 - নীলদর্পন
 - নবীন তপস্বিনী
 - লীলাবতী

- জামাই বারিক
- কমলে কামিনী
- শনিবারের চিঠি সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক সজনীকান্ত দাস। সজনীকান্ত দাস বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের বাংলা সাহিত্য আন্দোলনের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব। তিনি একজন সম্পাদক ছিলেন।
- ডি. এল. রায় নামে পরিচিত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। তিনি একজন নাট্যকার। বাংলা নাটকে তাঁর প্রথম কৃতিত্ব সার্থক দ্বন্দ্বমূলক চরিত্র সৃষ্টি। তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটক :
 - তারাবাঈ
 - প্রতাপসিংহ
 - নূরজাহান
 - সাজাহান
 - মেবার পতন
- মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য' ইংরেজিতে প্রথম অনুবাদ করেন রাজনারায়ণ বসু। রাজনারায়ণ বসু ছিলেন উনিশ শতকের ভারতীয় বাঙালি চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক।

১৩। 'সাম্য' গ্রন্থের রচয়িতা কে?

- (ক) কাজী নজরুল ইসলাম
- (খ) মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ
- (গ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় *
- (ঘ) মোহাম্মদ লুৎফর রহমান

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

➤ কাজী নজরুল ইসলামের কাব্যগ্রন্থ 'সাম্যবাদী'। এটি ১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। সাম্যবাদী, ঈশ্বর, মানুষ, কুলি-মজুর, নারী ইত্যাদি কবিতার সমন্বয়ে রচিত এ কাব্য।

➤ বাংলা সাহিত্যের খ্যাতিমান দার্শনিক ও প্রবন্ধকার মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ। "পারস্য প্রতিভা" তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধগ্রন্থ।

➤ মোহাম্মদ লুৎফর রহমান ছিলেন একজন বাঙালি সাহিত্যিক, সম্পাদক। মহৎ জীবন, মানব জীবন তাঁর রচিত গ্রন্থ।

➤ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্য ধারার প্রতিষ্ঠাতা পুরুষদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর রচিত প্রবন্ধ 'সাম্য'। তাঁর রচিত প্রথম বাংলা সার্থক উপন্যাস "দুর্গেশনন্দিনী"।

১৪। "কপালকুণ্ডলা" কোন প্রকৃতির রচনা?

- (ক) রোমান্সমূলক উপন্যাস *
- (খ) ঐতিহাসিক উপন্যাস
- (গ) বিয়োগান্তক নাটক
- (ঘ) সামাজিক উপন্যাস

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

➤ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাস "রাজসিংহ"। এ উপন্যাসের মূল বিষয় হিন্দুর বাহুবল ও বীরত্ব রূপায়িত করা।

রাজস্থানের চঞ্চল কুমারীকে মোঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের বিবাহ ইচ্ছার ফলে রাজা রাজসিংহের সাথে বিরোধ বাঁধে এবং রাজসিংহের জয় হয়। এটিই এ উপন্যাসের উপজীব্য।

➤ বিয়োগান্তক নাটক মানুষের দুঃখ-কষ্টের উপর ভিত্তি করে নাটকের একটি রূপ যা শ্রোতাদের মধ্যে একটি সঙ্গতিপূর্ণ প্রহসন বা আনন্দের সৃষ্টি।

➤ সাহিত্যের বিভিন্ন রূপ রীতি কে সুক্ষ্ম বাঁধনে বাধা খুব কঠিন তবুও বাংলা কথা সাহিত্যের অন্যতম ধারা উপন্যাসকে বিচার করলে যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান পাওয়া যায় তাঁর মধ্যে অন্যতম সামাজিক উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত সামাজিক উপন্যাস "বিষবৃক্ষ" যা ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত হয়।

➤ রোমান্স উপন্যাস: পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে, বিশেষত ইংরেজি-ভাষী জগতে বিকাশিত একটি সাহিত্যধারা। বাংলা সাহিত্যের প্রথম রোমান্সধর্মী উপন্যাস "কপালকুণ্ডলা"। এটি রচনা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। "পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ" – এই উপন্যাসের বিখ্যাত সংলাপ।

১৫। মুনীর চৌধুরীর অনূদিত নাটক কোনটি ?

(ক) কবর

(খ) চিঠি

(গ) রক্তাক্ত প্রান্তর

(ঘ) মুখরা রমণী বশীকরণ *

বিদ্যাভাড়া ব্যাখ্যা:

- মুনীর চৌধুরী রচিত ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক নাটক 'কবর'।
- (খ + গ) চিঠি ও রক্তাক্ত প্রান্তর মুনীর চৌধুরীর রচিত নাটক। তাঁর আরো কয়েকটি নাটক রয়েছে। যথা : দণ্ডকারণ্য, পলাশী ব্যারাক ও অন্যান্য।
- মুখরা রমণী বশীকরণ মুনীর চৌধুরী রচিত অনুবাদ নাটক। এছাড়াও আরো কিছু অনুবাদ নাটক :

- কেউ কিছু বলতে পারে না
- রূপার কৌটা

১৬। বাংলা টাইপ রাইটার নির্মাণ করেন -

(ক) মুনীর চৌধুরী *

(খ) হুমায়ুন আজাদ

(গ) জাহির রায়হান

(ঘ) আল মাহমুদ

বিদ্যাভাড়া ব্যাখ্যা:

- হুমায়ুন আজাদ মূলত একজন কবি, ভাষাবিদ, প্রাবন্ধিক, কথাসাহিত্যিক। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ - 'অলৌকিক ইন্সটিমার'। এছাড়াও রয়েছে :

- সবকিছু- নষ্টদের অধিকারে যাবে
- আমি বেঁচেছিলাম অন্যদের সময়ে

- জাহির রায়হান মূলত কথাশিল্পী ও চলচ্চিত্র পরিচালক। তিনি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।
- তাঁর প্রথম পরিচালিত ছবি - 'কখনো আসেনি'। এছাড়াও উপন্যাস রয়েছে :

- হাজার বছর ধরে
- আরেক ফাল্গুন
- বরফ গলা নদী
- শেষ বিকেলের মেয়ে

- আল মাহমুদ 'দৈনিক গণকণ্ঠ ও দৈনিক কর্ণফুলী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁর রচিত বিখ্যাত কবিতা "নোলক"।
- মুনীর চৌধুরী একজন শিক্ষাবিদ, নাট্যকার, সমালোচক, বাগ্মী। প্রথম বাংলা টাইপ রাইটার নির্মাণ করেন ১৯৬৫ সালে। যা "মুনীর অপটিমা" নামে পরিচিত। তাঁর প্রথম নাটক "রক্তাক্ত প্রান্তর।"

১৭। সমাজের প্রাচীনপন্থীদের সঙ্গে ব্যঙ্গ করে কোন প্রহসনটি লেখা হয় ?

(ক) সধবার একাদশী

(খ) বিয়ে পাগলা বুড়ো *

(গ) একেই কি বলে সভ্যতা

(ঘ) বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ

বিদ্যাভাড়া ব্যাখ্যা:

- 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬)
হলো দীনবন্ধু মিত্রের শ্রেষ্ঠ
প্রহসন । যার মূল বিষয়
ইংরেজি শিক্ষিত নব্য যুবকদের
মদ্যপান ও বারবানিতা ।
- 'একেই কি বলে
সভ্যতা' প্রহসনটির রচয়িতা
মাইকেল মধুসূদন দত্ত । যার
মূল বিষয় শিক্ষিত যুবকদের
সুরাপান ও ইংরেজদের
অনুকরণ ।
- এক লম্পট জমিদারকে নিয়ে
মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচনা
করেন 'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে
রোঁ' প্রহসনটি ।
- বিবাহবাতিকগ্রন্থ এক বৃদ্ধের
কাহিনী নিয়ে সমাজের
প্রাচীনপন্থীদের ব্যঙ্গ করে
নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র 'বিয়ে
পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬)
প্রহসনটি রচনা করেন ।

**১৮। নিচের কোনটি রবি ঠাকুরের
প্রেম বিষয়ক ছোটগল্প নয় ?**

- (ক) দুরাশা
- (খ) রবিবার
- (গ) হৈমন্তী *
- (ঘ) শান্তি

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে
বাংলা ছোট গল্পের জনক বলা
হয় । তাঁর প্রথম প্রকাশিত
ছোটগল্প 'ভিখারিনী' (১৮৭৪) ।
দুরাশা , রবিবার , শান্তি তাঁর
প্রেম ভিষয়ক গল্প । এরূপ –

একরাত্রি , সমাপ্তি , মাল্যদান
ইত্যাদি ।

- অন্যদিকে , হৈমন্তী ' সমাজের
একটি বিষফোঁড়া প্রথা যৌতুক
নিয়ে লিখিত সামাজিক
ছোটগল্প । এরূপ সামাজিক গল্প
হলো – ব্যবধান , কর্মফল ,
দেনাপাওনা , পোস্ট মাস্টার ,
কাবুলিওয়ালা ইত্যাদি ।

**১৯। রবি ঠাকুরের গদ্যছন্দে রচিত
প্রথম ও সার্থক কাব্যগ্রন্থ কোনটি ?**

- (ক) শেষ সপ্তক
- (খ) পুনশ্চ *
- (গ) শেষ লেখা
- (ঘ) সঁজুতি

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'শেষ সপ্তক' (১৯৩৬) রবি
ঠাকুরের গদ্যছন্দে লেখা
কাব্যগ্রন্থ ।
- 'শেষ লেখা (১৯৪১ -সর্বশেষ)
ও 'সঁজুতি' (১৯৩৮) হলো রবি
ঠাকুরের দুটি উল্লেখযোগ্য
কাব্যগ্রন্থ ।
- 'পুনশ্চ' (১৯৩২) হলো রবি
ঠাকুরের গদ্যছন্দে রচিত প্রথম
ও সার্থক কাব্যগ্রন্থ । 'পুনশ্চ'
কাব্যগ্রন্থের উল্লেখযোগ্য
কবিতা হলো :

- ছেলেটা
- শেষ চিঠি
- ক্যামেলিয়া
- সাধারণ মেয়ে
- বাঁশি

- খ্যাতি ইত্যাদি।

২০। শিল্পসম্মত বাংলা গদ্যরীতির জনক হিসেবে খ্যাত সাহিত্যিকের নাম কী?

- (ক) প্রমথ চৌধুরী
- (খ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর *
- (গ) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
- (ঘ) দীনেশচন্দ্র সেন

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- প্রমথ চৌধুরীকে বাংলা গদ্যে চলিতরীতির প্রবর্তক বলা হয়। তিনি ছিলেন 'সবুজপত্র' (১৯১৪) ও 'বিশ্বভারতী' পত্রিকার সম্পাদক। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ: সনেট পঞ্চাশৎ, পদচারণ।
- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে অপরাজেয় কথাসাহিত্যিক বলা হয়। তিনি উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর রচিত উপন্যাস সমূহ: শ্রীকান্ত, চরিত্রহীন, পল্লীসমাজ, বড়দিদি, গৃহদাহ, দেবদাস, দত্তা। তাঁর রচিত গল্প: মন্দির, রামের সুমতি, বিন্দুর ছেলে, মেজদিদি, মহেশ।
- দীনেশচন্দ্র সেন ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও গবেষক। তাঁর রচিত 'বঙ্গভাষাও সাহিত্য' গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম যথার্থ ইতিহাস গ্রন্থ।
- শিল্পসম্মত বাংলা গদ্যরীতির জনক হিসেবে খ্যাত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বাংলা গদ্যের

অবয়ব নির্মাণে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। তাঁর বলিষ্ঠ প্রতিভার যাদুস্পর্শে বাংলা গদ্য উৎকর্ষের এক উচ্চতর পরিসীমায় উন্নীত হয়। বিদ্যাসাগরের কয়েকটি গদ্যগ্রন্থ: শকুন্তলা, বেতাল পঞ্চবিংশতি, সীতার বনবাস, ভ্রান্তিবিলাস।

২১। 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি' কার লেখা?

- (ক) মুনীর চৌধুরী
- (খ) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ *
- (গ) শওকত আলী
- (ঘ) সুকান্ত ভট্টাচার্য

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- মুনীর চৌধুরী মূলত একজন শিক্ষাবিদ, নাট্যকার, সমালোচক ও বাগ্মী। প্রথম বাংলা টাইপ রাইটার নির্মাণ করেন। তাঁর প্রথম নাটক 'রক্তাক্ত প্রান্তর'। তাঁর 'রক্তাক্ত প্রান্তর' নাটকটি ১৭৬১ সালের পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের কাহিনী অবলম্বনে রচিত।
- শওকত আলী ১৯৩৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি, দিনাজপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর উপন্যাসের মূল উপজীব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের জীবন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'পিঙ্গল আকাশ' (১৯৬৩)।

মহাকাব্যিক ব্যাপ্তি নিয়ে রচিত
উপন্যাস 'ওয়ারিশ'।

- সুকান্ত ভট্টাচার্যকে কিশোর
কবি বলা হয়। কবি সুকান্ত
ভট্টাচার্যের কাব্যগ্রন্থ : ছাড়পত্র ,
ঘুম নেই , পূর্বাভাস , অভিযান ,
হরতাল ।
- সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ১৯২২
সালের ১৫ আগস্ট , চট্টগ্রামের
ষোলশহরে জন্মগ্রহণ করেন ।
সাহিত্যে তাঁর প্রথম প্রকাশ হয়
'হঠাৎ আলোর ঝলকানি '
নামক গল্পে । তাঁর রচিত
উপন্যাস : লালসালু , চাঁদের
অমাবস্যা , কাঁদো নদী কাঁদো ।
তাঁর ছোটগল্প সমূহ : নয়নতারা ,
দুই তীর ও অন্যান্য গল্প , গল্প-
সমগ্র ।

**২২। 'চাঁদনী রাতে' কবিতাটি
কাজী নজরুল ইসলামের কোন
কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে ?**

- (ক) সিন্ধু – হিন্দোল *
- (খ) অগ্নিবীণা
- (গ) ঝিলিমিলি
- (ঘ) ব্যথার দান

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- অগ্নিবীণা , ঝিলিমিলি ও ব্যথার
দান হলো কাজী নজরুল
ইসলামের যথাক্রমে প্রথম
কাব্যগ্রন্থ , নাটক ও গল্পগ্রন্থ ।
- অন্যদিকে , 'সিন্ধু – হিন্দোল' (১৯২৭) কবির রচিত একটি
কাব্যগ্রন্থ । এ গ্রন্থে মোট ১৯ টি

কবিতা আছে । উল্লেখযোগ্য
কবিতা হলো :

- দারিদ্র্য
- ফাল্গুনী
- অভিযান
- চাঁদনী রাতে
- পথের স্মৃতি ইত্যাদি ।

- 'চাঁদনী রাতে' কবিতাটি কাজী
নজরুল ইসলাম ঢাকা থেকে
জয়দেবপুর যাওয়ার পথে
'জয়দেবপুরের পথে' রচনা
করেন । পরে তা কিছুটা
পরিমার্জন করে 'চাঁদনী রাতে'
নাম দেন ।

**২৩। 'আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে'
কবিতাটি কোন কাব্যের অন্তর্গত ?**

- (ক) অগ্নিবীণা
- (খ) দোলন-চাঁপা *
- (গ) সাম্যবাদী
- (ঘ) সিন্ধু – হিন্দোল

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'অগ্নিবীণা' কাজী নজরুল
ইসলামের প্রথম প্রকাশিত
কাব্যগ্রন্থ । এ কাব্যগ্রন্থের
একটি বিখ্যাত কবিতা 'বিদ্রোহী'
।
- 'সাম্যবাদী' নজরুলের বিখ্যাত
কাব্যগ্রন্থ । এ গ্রন্থের বিখ্যাত
কবিতা : সাম্যবাদী , মানুষ ,
চোর-ডাকাত ইত্যাদি ।
- নজরুলের 'সিন্ধু – হিন্দোল'
কাব্যের একটি বিখ্যাত কবিতা
'দারিদ্র্য' ।

- 'আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' কবিতাটি কাজী নজরুল ইসলামের 'দোলন-চাঁপা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। এ কাব্যের উল্লেখযোগ্য কবিতা:

- বেলাশেষে
- পুবের চাতক
- অবেলার ডাক
- পূজারিণী
- কবি-রাণী ইত্যাদি।

২৪। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের চতুর্থ খণ্ড কত সালে প্রকাশিত হয়?

- (ক) ১৯৩৫ সালে
(খ) ১৯৩২ সালে
(গ) ১৯৩৬ সালে
(ঘ) ১৯৩৩ সালে *

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- অপরাজেয় কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আত্মজৈবনিক উপন্যাস 'শ্রীকান্ত'।
- উপন্যাসটি চারটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়। যথা:
- ১ম খণ্ড (১৯১৭)
 - ২য় খণ্ড (১৯১৮)
 - ৩য় খণ্ড (১৯২৭)
 - ৪র্থ খণ্ড (১৯৩৩)
- খ্রিষ্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।
- এ উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য চরিত্র হলো: শ্রীকান্ত, ইন্দ্রনাথ, অভয়া, রোহিণী, যদুনাথ, গহর, কমললতা ও রাজলক্ষ্মী প্রমুখ।

- শরৎচন্দ্রের কিছু বিখ্যাত উপন্যাস: পরিণীতা, বিরাজ বৌ, পল্লীসমাজ, দেবদাস, চরিত্রহীন, দত্তা, গৃহদাহ, দেনাপাওনা ইত্যাদি।

২৫। নিচের কোন চরিত্রটি শরৎচন্দ্রের সৃষ্টি নয়?

- (ক) অভয়া
(খ) মহিম
(গ) নগেন্দ্রনাথ *
(ঘ) রমা

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'অভয়া' হলো শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের একটি চরিত্র। এরূপ- শ্রীকান্ত, ইন্দ্রনাথ, রাজলক্ষ্মী।
- 'মহিম' শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' উপন্যাসের একটি চরিত্র। এরূপ- সুরেশ, অচলা।
- 'রমা' শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসের একটি চরিত্র। এরূপ- রমেশ।
- অন্যদিকে, 'নগেন্দ্রনাথ' হলো সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের চরিত্র। এরূপ - কুন্দনন্দিনী।

২৬। কায়কোবাদের প্রকৃত নাম কী ছিল?

- (ক) শমসেরে উল আজাদ
(খ) আবুল হাসান
(গ) মইনুদ্দিন আহমেদ
(ঘ) মোহাম্মদ কাজেম আল কোরেশী

*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- আবুল ফজলের ছদ্মনাম হলো - শমসের উল আজাদ ।
- আবুল হোসেন মিয়ার ছদ্মনাম হলো - আবুল হাসান ।
- মইনুদ্দিন আহমেদের ছদ্মনাম হলো - সেলিম আল দীন ।
- মোহাম্মদ কাজেম আল কোরেশী ছদ্মনাম হলো - কায়কোবাদ ।

২৭। 'আত্মহত্যার অধিকার' কার লেখা ?

- (ক) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
- (খ) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় *
- (গ) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
- (ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ছোটগল্প : মেঘমাল্লার (১৯৩১), মৌরীফুল, যাত্রাবদল কিন্নর দল, পুঁইমাচা ।
 - তাঁর রচিত আত্মজীবনী : তৃণাঙ্কুর ।
 - ভ্রমণকাহিনী : অভিযাত্রিক, বনে পাহাড়ে, হে অরণ্য কথা কও ।
- তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ছোটগল্প : রসকলি, বেদেনী, ডাকহরকরা ।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ছোটগল্পসমূহ : শেষ কথা, ভিখারিনী, মধ্যবর্তনী, সমাপ্তি, নষ্টনীড়, একরাত্রি, ছুটি,

হৈমন্তী, পোস্ট মাস্টার, দেনাপাওনা প্রভৃতি ।

- 'আত্মহত্যার অধিকার' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ছোটগল্প । প্রাগৈতিহাসিক (চরিত্র : ভিখু, পাঁচি) তাঁর রচিত আরেকটি ছোটগল্প ।

- প্রবন্ধ : লেখকের কথা
- নাটক : ভিটেমাটি ।

২৮। 'জননী সাহসিকা' অভিধায় অভিসিদ্ধ-

- (ক) কবি সুফিয়া কামাল *
- (খ) বেগম রোকেয়া
- (গ) জাহানারা ইমাম
- (ঘ) ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বাংলা সাহিত্যের প্রথম নারীবাদী লেখিকা ও মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত হিসেবে পরিচিত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন । তিনি নারীদের জন্য 'আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম' প্রতিষ্ঠা করেন ।
- জাহানারা ইমাম ছিলেন বাংলাদেশের একজন লেখিকা, কথাসাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ এবং একাত্তরের ঘাতক দালাল বিরোধী আন্দোলনের নেত্রী । তিনি 'শহীদ জননী' হিসেবে পরিচিত ।
- নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী নারী শিক্ষার প্রসার ও সামাজিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে

অবদান রেখেছেন। গদ্য-
পদ্যে রচিত তাঁর
আত্মজীবনীমূলক রচনা :
'রূপজালাল'।

- বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত
কবি, লেখিকা, সমাজসেবক
,নারীবাদী ও নারী আন্দোলনের
অন্যতম পথিকৃৎ সুফিয়া
কামাল। তিনি 'জননী
সাহসিকা' অভিধায় অভিসিক্ত
হয়েছিলেন।

২৯। "জন্মেছি মাগো তোমার
কোলেতে/মরি যেন এই দেশে
।"কবিতাংশটুকুর রচয়িতা কে?

- (ক) নজরুল ইসলাম
- (খ) সুফিয়া কামাল *
- (গ) জসীমউদদীন
- (ঘ) জীবনানন্দ দাশ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- কাজী নজরুল ইসলামের
বিখ্যাত কিছু পঙক্তি :
 - "আমি চিরদুর্দম,
দুর্বিনীত, নৃশংস, মহা
প্রলয়ের আমি নটরাজ,
আমি সাইক্লোন, আমি
ধ্বংস।"
 - "মম একহাতে বাঁকা
বাঁশের বাঁশরী, আর হাতে
রণতূর্য।"
 - "বৃথা ত্রাসে প্রলয়ের সিন্ধু
ও দেয়া ভার ঐ হল
পৃণ্যের যাত্রীরা খেয়াপার
।"

- জসীমউদদীনের কিছু কবিতার
পঙক্তি :

- " সেই ঘরেতে একলা
বসে ডাকছে আমার মা
।"
- "প্লাম্ব জ্বলিয়া মাটির
প্রদীপ বাতাসে জমায়
খেলা।"
- "মিষ্টি তাহার মুখটি হতে
হাসির প্রদীপ-রাশি,
থাপড়েতে নিভিয়ে গেছে
দারুণ অভাব আসি।"

- জীবনানন্দ দাশের কিছু
কবিতার পঙক্তি :

- "সিংহল সমুদ্র থেকে
নিশীতের অন্ধকারে
মালয় সাগরে।"(বনলতা
সেন)
- "পাখির নীড়ের মত চোখ
তুলে বলেছিল নাটোরের
বনলতা সেন।"
- " আবার তাহারে কেন
ডেকে আনো? কে হয়
হৃদয় খুঁড়ে বেদনা
জাগাতে ভালোবাসে।" (হায় চিল)

- "জন্মেছি মাগো তোমার
কোলেতে/মরি যেন এই দেশে
।" এই কবিতাংশটুকু কবি
সুফিয়া কামালের "জন্মেছি এই
দেশে" কবিতার পঙক্তি। তাঁর
রচিত কবিতা : তাহারেই পড়ে
মনে, রূপসী বাংলা, জন্মেছি
এই দেশে।

**৩০। কোনটি কবি সুফিয়া
কামালের কবিতা ?**

- (ক) নিমন্ত্রণ
- (খ) জন্মেছি এই দেশে *
- (গ) বনলতা সেন
- (ঘ) মেঘনা পাড়ের ছেলে

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- জসীমউদদীনের 'ধানক্ষেত' কাব্যগ্রন্থের উল্লেখযোগ্য কবিতা 'নিমন্ত্রণ'। রাখালি কাব্যের উল্লেখযোগ্য কবিতাসমূহ হলো – রাখাল ছেলে, কবর, পল্লী জননী প্রভৃতি। 'এক পয়সার বাঁশি' কাব্যের কবিতা 'আসমানী'।
- জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' কাব্যের উল্লেখযোগ্য কবিতা : বনলতা সেন, হায় চিল, বুনা হাঁস প্রভৃতি। তাঁর আরও কিছু কবিতা রয়েছে – সেই দিন এই মাঠ, বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি।
- আহসান হাবীব রচিত কবিতা 'মেঘনা পাড়ের ছেলে'। এছাড়াও তাঁর রচিত আরও কিছু কবিতা : মেলা, ধন্যবাদ, জোনাকিরা। তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু ছিল – বস্তুনিষ্ঠতা ও বাস্তব জীবনবোধ।
- 'জন্মেছি এই দেশে' কবি সুফিয়া কামালের কবিতা। 'তাহারেই পড়ে মনে' তাঁর রচিত আরও একটি কবিতা।

তাঁর শিশুতোষ গ্রন্থ : ইতল
বিতল, নওল কিশোরের
দরবারে।

**৩১। কোনটি কামিনী রায়ের
কাব্যগ্রন্থ ?**

- (ক) বেণু ও বীণা
- (খ) নির্মাল্য *
- (গ) হেমন্ত গোধূলি
- (ঘ) ঝরাপালক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'বেণু ও বীণা' কাব্যগ্রন্থটি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা। তাঁর রচিত কিছু কাব্যগ্রন্থ : কুহু ও কেকা, সবিতা, অত্র-আবীর।
- 'হেমন্ত গোধূলি' মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য। তাঁর রচিত আরও দুটি কাব্যগ্রন্থ : স্বপন পসারী, ছন্দচর্চুদশী। তাঁর রচিত কবিতা : বেদুঈন।
- 'ঝরাপালক' জীবনানন্দ দাশ রচিত কাব্যগ্রন্থ। তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ : বনলতা সেন, রূপসী বাংলা, সাতটি তারার তিমির, ধূসর পাণ্ডুলিপি, বেলা অবেলা কালবেলা, মহাপৃথিবী প্রভৃতি। তাঁর রচিত উপন্যাস : মাল্যবান, সতীর্থ।
- 'নির্মাল্য' কামিনী রায় রচিত কাব্যগ্রন্থ। আলো ও ছায়া, দীপ ও ধূপ তাঁর আরও দুটি কাব্যগ্রন্থ।

**৩২। ড.মুহম্মদ শহীদুল্লাহ রচিত
অনুবাদগ্রন্থ কোনটি ?**

- (ক) বিদ্যাপতি শতক *

(খ) মানব মুকুট

(গ) আঁখিজল

(ঘ) তুর্কি নারী জীবন

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সাংবাদিক মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী প্রণীত গ্রন্থ : মানব মুকুট । তাঁর রচিত আরও একটি গ্রন্থ 'নূরনবী' । হযরত মুহাম্মদ (স:) কে নিয়ে রচিত জীবনচরিত 'মানব মুকুট' ।
- বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশন কমিটির সভাপতি ইমদাদুল হক । তাঁর রচিত কাব্য : আঁখিজল , লতিকা । তাঁর রচিত প্রবন্ধ : মোসলেম জগতে বিজ্ঞান চর্চা , ভূগোল শিক্ষা প্রণালী , প্রবন্ধমালা ।
- 'তুর্কি নারী জীবন ' ইসমাইল হোসেন সিরাজী রচিত প্রবন্ধ । এছাড়াও রয়েছে : স্বজাতি প্রেম , আদব কায়দা শিক্ষা , স্পেনীয় মুসলমান সভ্যতা ।
- ড.মুহম্মদ শহীদুল্লাহ রচিত অনুবাদগ্রন্থ 'বিদ্যাপতি শতক' । তাঁর রচিত আরও কিছু অনুবাদ গ্রন্থ : দীওয়ানে হাফিজ , মহানবী , বাণী , শিকওয়াহ ও জওয়াব-ই-শিকওয়াহ , অমর কাব্য প্রভৃতি ।

৩৩। ড.মুহম্মদ শহীদুল্লাহর গবেষণামূলক গ্রন্থ কোনটি ?

(ক) Buddhist Mystic Songs *

(খ) আমাদের সমস্যা

(গ) দীওয়ানে হাফিজ

(ঘ) শেষ নবীর সন্ধানে

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ড.মুহম্মদ শহীদুল্লাহর গবেষণামূলক গ্রন্থ "Buddhist Mystic Songs "। এটি 'চর্যাপদ' বিষয়ক গবেষণা গ্রন্থ । বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান , ভাষা ও সাহিত্য , বাংলা সাহিত্যের কথা , বাংলা ব্যাকরণ প্রভৃতি গবেষণামূলক গ্রন্থ ।
- ড.মুহম্মদ শহীদুল্লাহর রচিত প্রবন্ধ : ইকবাল , আমাদের সমস্যা , বাংলা আদব কি তারিখ , Essays on Islam প্রভৃতি ।
- 'দীওয়ানে হাফিজ' ড.মুহম্মদ শহীদুল্লাহর রচিত অনুবাদ গ্রন্থ । তাঁর রচিত আরও কিছু অনুবাদ গ্রন্থ : দীওয়ানে হাফিজ , মহানবী , বাণী , শিকওয়াহ ও জওয়াব-ই-শিকওয়াহ , অমর কাব্য প্রভৃতি ।
- ড.মুহম্মদ শহীদুল্লাহ রচিত শিশুতোষ গ্রন্থ : ছোটদের রসুলুল্লাহ , সেকালের রূপকথা , শেষ নবীর সন্ধানে । বিখ্যাত উক্তি : "যে দেশে গুণের সমাদর নেই , সে দেশে গুণীজন জন্মাতে পারে না ।"

৩৪। " মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব থেকে যায়"- পঙক্তির রচয়িতা কে ?

(ক) জীবনানন্দ দাশ *

(খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(গ) জসীমউদদীন

(ঘ) সুকান্ত ভট্টাচার্য

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- " মানুষের মৃত্যু হলে তবুও
মানব থেকে যায়"- উক্তিটি কবি
জীবনানন্দ দাশের 'মানুষের
মৃত্যু হলে' কবিতার অন্তর্গত।
- 'আমি শুনে হাসি, আঁখি জলে
ভাসি, এই ছিল মোর ঘটে '-
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (দুই বিঘা
জমি) ।
- ' যে মোরে করিল পথের বিবাগী
/ পথে পথে আমি ফিরি তার
লাগি '-জসীম উদদীন ।

**৩৫। 'উর্বশী ও আর্টেমিস'
কাব্যগ্রন্থটির রচয়িতা কে?**

(ক) বিষ্ণু দে*

(খ) সুফিয়া কামাল

(গ) অমিয় চক্রবর্তী

(ঘ) নির্মলেন্দু গুণ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- নারী আন্দোলনের অন্যতম
পথিকৃৎ সুফিয়া কামাল। সুফিয়া
কামাল রচিত কাব্যগ্রন্থ: সাঁঝের
মায়া, মায়া কাজল, মন ও জীবন,
উদাত্ত পৃথিবী, অভিযাত্রিক প্রভৃতি।
- অমিয় চক্রবর্তীর কাব্যসমূহ:
একমুঠো, কবিতাবলী, উপহার,
খসড়া, মাটির দেয়াল, পারাপার,
ঘরে ফেরার দিন, পালাবদল,
অনিঃশেষ।

➤ বাংলাদেশের কবিদের কবি
নির্মলেন্দু গুণ। তার কাব্যগ্রন্থসমূহ:
প্রেমাংশুর রক্ত চাই, না প্রেমিক না
বিপ্লবী, বাংলার মাটি বাংলার জল,
চাষাভূষার কাব্য, মুজিব-লেনিন-
ইন্দিরা প্রভৃতি।

➤ চিত্রসমালোচক বিষ্ণু দে ছিলেন
কল্লোল সাহিত্যগোষ্ঠীর অন্যতম
লেখক। তার রচিত কাব্যগ্রন্থ: উর্বশী
ও আর্টেমিস, চোরাবালি, সাতভাই
চম্পা, নাম রেখেছি কোমল গান্ধার,
সেই অন্ধকার চাই, দিবানিশি,
আমার হৃদয়ে বাঁচো প্রভৃতি।

**৩৬। কোনটি বিষ্ণু দে রচিত
প্রবন্ধ?**

(ক) রুচি ও প্রগতি*

(খ) লেখকের কথা

(গ) সংস্কৃতির চড়াই উৎরাই

(ঘ) বিচিত্র কথা

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত প্রবন্ধ
'লেখকের কথা'। তার রচিত নাটক:
ভিটেমাটি।
- কথাসাহিত্যিক 'শওকত ওসমান'
রচিত প্রবন্ধ সমূহ: ভাব ভাষা ও
ভাবনা, সংস্কৃতির চড়াই উৎরাই,
মুসলিম মানসের রূপান্তর।
- 'বিচিত্র কথা' আবুল ফজলের
প্রবন্ধ। তার রচিত আরও কিছু
প্রবন্ধ: সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনা,
সাহিত্য সংস্কৃতি ও জীবন,
সমকালীন চিন্তা, মানবতন্ত্র, সাহিত্য
ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, একুশ মানে মাথা
নত না করা।

- বিষ্ণু দে রচিত প্রবন্ধ 'রুচি ও প্রগতি'। আরও কিছু প্রবন্ধ: সাহিত্যের ভবিষ্যৎ, এলোমেলো জীবন ও শিল্প সাহিত্য, সাধারণের রুচি।

৩৭। 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন?

- (ক) সুধীন্দ্রনাথ দত্ত*
- (খ) গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য
- (গ) গুরুচরণ রায়
- (ঘ) শেখ আব্দুর রহিম

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য সম্পাদিত সংবাদ 'বাঙ্গাল গেজেট'। এটি ১৮১৮ সালে প্রকাশিত হয়। বাঙালি কর্তৃক প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র।
- গুরুচরণ রায় সম্পাদিত সংবাদপত্র 'রংপুর বার্তাবহ'। এটি ১৮৪৭ সালে প্রকাশিত হয়। 'রংপুর বার্তাবহ' বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র।
- শেখ আব্দুর রহিম সম্পাদিত: সুধাকর (১৮৮৯), মিহির (১৮৯২), হাফেজ (১৮৯৭)। মুসলমানদের মহিমা, তত্ত্ব, জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় এতে আলোচিত হতো।
- 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। এটি ১৯৩১ সালে প্রকাশিত হয়। তিনি প্রায় ১২ বছর এই পত্রিকার সাথে যুক্ত ছিলেন। তিনি সবুজপত্র, দৈনিক ফরওয়ার্ড, 'দি স্টেটসম্যান' ও

'লিটারেরি' পত্রিকার সাথে যুক্ত ছিলেন।

৩৮। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস কোনটি?

- (ক) নেকড়ে অরণ্য*
- (খ) বনি আদম
- (গ) আর্তনাদ
- (ঘ) অরণ্য নীলিমা

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- শওকত ওসমান রচিত উপন্যাস বনি আদম, আর্তনাদ, ক্রীতদাসের হাসি, সমাগম, চৌরসন্ধি, রাজা উপাখ্যান, পতঙ্গ পিঞ্জর, রাজপুরুষ।
- শওকত ওসমান রচিত নাটক: আমলার মামলা, কাঁকরমনি, তস্কর ও লস্কর, জন্ম জন্মান্তর, বাগদাদের কবি। 'অরণ্য নীলিমা' আহসান হাবীবের উপন্যাস। রানী খালের সাঁকো, জাফরানী রং পায়রা। 'নেকড়ে অরণ্য' শওকত ওসমানের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস। জাহান্নাম হইতে বিদায়, দুই সৈনিক, জলাঙ্গী তার রচিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস।

৩৯। বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?

- (ক) ১৮৭০ সালে
- (খ) ১৮৬০ সালে
- (গ) ১৮৮০ সালে *
- (ঘ) ১৮৯০ সালে

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ১৮৮০ সালের ৯ ডিসেম্বর, রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মৃত্যুবরণ করেন ৯ ডিসেম্বর, ১৯৩২ সালে। বেগম রোকেয়ার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: মতিচূর, অবরোধবাসিনী, পদ্মরাগ, সুলতানার স্বপ্ন।

৪০। 'কে কথা কয়' উপন্যাসটির রচয়িতা কে?

- (ক) সৈয়দ শামসুল হক
- (খ) সেলিম আল দীন
- (গ) আবু ইসহাক
- (ঘ) হুমায়ূন আহমেদ *

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- আধুনিক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক হুমায়ূন আহমেদের একটি বিখ্যাত উপন্যাস 'কে কথা কয়' (২০০৬)। উপন্যাসটিতে অটিস্টিক শিশু কমল ও একজন বেকার যুবক মতিনকে কেন্দ্র করে রচিত।
- হুমায়ূন আহমেদের অন্যান্য উপন্যাস: নন্দিত নরকে (১৯৭২), শঙ্খনীল কারাগার (১৯৭৩), কোথাও কেউ নেই (১৯৯২), আমার আছে জল, বহুব্রীহি, এইসব দিনরাত্রি, নক্ষত্রের রাত ইত্যাদি।

৪১। নিচের কোনটি হুমায়ূন আহমেদের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ?

- (ক) আমার ছেলেবেলা
- (খ) রং পেন্সিল
- (গ) বলপয়েন্ট
- (ঘ) সব কয়টি *

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- নন্দিত কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ (১৯৪৮-২০১২) এর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ অপশনের সবগুলো। এরূপ: কাঠপেন্সিল, ফাউন্টেইন, নিউইয়র্কের নীলাকাশে ঝকঝকে রোদ, হোটেল গ্রেভার ইন ইত্যাদি।
- হুমায়ূন আহমেদের বিখ্যাত উপন্যাস: নন্দিত নরকে, শঙ্খনীল কারাগার, কোথাও কেউ নেই, দেয়াল, আমার আছে জল, বহুব্রীহি, এইসব দিনরাত্রি, নক্ষত্রের রাত ইত্যাদি।
- তাঁর পরিচালিত চলচ্চিত্র: শঙ্খনীল কারাগার, আগুনের পরশমণি, শ্রাবণ মেঘের দিন, শ্যামল ছায়া, ঘেঁটুপুত্র কমলা, অনিল বাগচীর একদিন ইত্যাদি।

৪২। নিচের কোন লেখকের ডাকনাম কাজল?

- (ক) আলাউদ্দিন আল আজাদ
- (খ) আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
- (গ) হুমায়ূন আহমেদ *

(ঘ) শামসুর রাহমান

বিদ্যাভাডি ব্যাখ্যা:

- আলাউদ্দিন আল আজাদের ডাকনাম হলো বাদশা।
- কথাসাহিত্যিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ডাকনাম হলো মঞ্জু।
- শামসুর রাহমানের ডাকনাম হলো বাচ্চু। তাঁর ছদ্মনাম হলো মজলুম আদিব।
- হুমায়ূন আহমেদের ডাকনাম হলো কাজল।

৪৩। নিচের কোনটি সেলিম আল দীনের নাটক নয় ?

- (ক) বনপাংশুল
- (খ) ধাবমান
- (গ) প্রতিদিন একদিন *
- (ঘ) প্রাচ্য

বিদ্যাভাডি ব্যাখ্যা:

- বনপাংশুল, ধাবমান, প্রাচ্য হলো নাট্যকার সেলিম আল দীন রচিত নাটক। তাঁর অন্যান্য নাটক হলো : বাসন, চাকা, কেরামতমঙ্গল, কীর্তন খোলা, মুনতাসীর ফ্যান্টাসি, যৈবতী কন্যার মন, হরগজ, হাতহুদাই ইত্যাদি।
- অন্যদিকে, 'প্রতিদিন একদিন' নাটকটির রচয়িতা সাঈদ আহমদ। এরূপ – কালবেলা, মাইলপোস্ট, তৃষ্ণায়, শেষ নবাব।

৪৪। নিচের কোনটি নির্মলেন্দু গুণের আত্মজীবনী নয় ?

- (ক) অন্তর্জাল *
- (খ) আত্মকথা
- (গ) রক্তঝরা নভেশ্বর
- (ঘ) আমার কণ্ঠস্বর

বিদ্যাভাডি ব্যাখ্যা:

- আত্মকথা, রক্তঝরা নভেশ্বর, আমার কণ্ঠস্বর হলো কবি নির্মলেন্দু গুণের আত্মজীবনী গ্রন্থ। এরূপ – আমার ছেলেবেলা।
- 'অন্তর্জাল' হলো নির্মলেন্দু গুণের ছোটগল্প। এরূপ : আপনদলের মানুষ।

৪৫। 'পদ্মার পলিদ্বীপ'

উপন্যাসটির রচয়িতা কে ?

- (ক) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
- (খ) জহির রায়হান
- (গ) আবু ইসহাক *
- (ঘ) শওকত ওসমান

বিদ্যাভাডি ব্যাখ্যা:

- 'পদ্মার পলিদ্বীপ' (১৯৮৬) উপন্যাসটির রচয়িতা প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক আবু ইসহাক। তাঁর অন্যান্য উপন্যাস হলো : সূর্য-দীঘল বাড়ী, জাল।
- 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' (১৯৫৫) তাঁর রচিত প্রথম উপন্যাস এবং ব্যাপক জনপ্রিয়।

৪৬। 'ছায়া হরিণ' কাব্যগ্রন্থটির লেখক কে ?

- (ক) সৈয়দ শামসুল হক
- (খ) বিষ্ণু দে

- (গ) শামসুর রহমান
(ঘ) আহসান হাবীব *

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'ছায়া হরিণ' কাব্যগ্রন্থটির লেখক আহসান হাবীব।
- আহসান হাবীবের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ : রাত্রিশেষ, সারাদুপুর, আশায় বসতি, মেঘ বলে চৈত্রে যাবো, দুই হাতে দুই আদিম পাথর ইত্যাদি।

৪৭। 'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়' বাংলা সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থের লেখক কে ?

- (ক) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
(খ) ড. এনামুল হক
(গ) ড. দীনেশচন্দ্র সেন *
(ঘ) ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়' বাংলা সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থের লেখক ড. দীনেশচন্দ্র সেন।
- ড. দীনেশচন্দ্র সেনের আগ্রহে চন্দ্রকুমার দে 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' সংগ্রহ করেন।
- গীতিকা গুলো সম্পাদনা করে "মৈমনসিংহ-গীতিকা" ও 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' নামে প্রকাশ করেন।

৪৮। ১৯। তিনি হিন্দু হয়েও পুথিসাহিত্য রচনা করেছিলেন এবং তিনিই পুথি সাহিত্য ধারার প্রথম কবি। তিনি কে ?

- (ক) কৃষ্ণরাম দাস *

- (খ) রামনিধি গুপ্ত
(গ) ভোলা ময়রা
(ঘ) ভবানী বেনে

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- । কবি গানের সমসাময়িককালে কলকাতা ও শহরতলীতে রাগ-রাগিনী সংযুক্ত এক ধরনের গান হলো টপ্পাগান। টপ্পাগানের আদর্শ হিন্দি। এই টপ্পাগানের জনক নিধু বাবু বা রামনিধি গুপ্ত।
- ভোলা ময়রা কবি গান রচয়িতা। তাই তাকে কবিওয়ালা বলা হয়। তিনি পুথি সাহিত্য রচনা করেননি।
- ভবানী বেনেও কবি গান রচয়িতা। কবিওয়ালা বলা হয় ভবানী বেনেকে। কবিওয়ালারা ছিলেন গায়ক। তিনি পুথি সাহিত্য রচনা করেননি।
- কৃষ্ণরাম দাস পুথি সাহিত্য ধারার প্রথম কবি। কৃষ্ণরাম দাসের কাব্যের নাম 'রায়মঙ্গল'। মুসলিম সাহিত্যিকদের দ্বারা রচিত কাব্যকে পুথি সাহিত্য বলা হতো। এটি আঠার শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রচিত কাব্য।

৪৯। 'আশার ছলনে ভুলি' গবেষণামূলক গ্রন্থটি কার রচনা ?

- (ক) আহমদ ছফা
(খ) আতাউর রহমান
(গ) দানীউল হক
(ঘ) গোলাম মুরশিদ *

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- আহমদ ছফার একটি বিখ্যাত গ্রন্থ 'বাঙালি মুসলমানের মন' ।
- আতাউর রহমানের একটি বিখ্যাত সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ 'নজরুল কাব্য সমীক্ষা' ।
- ড. দানীউল হকের একটি সাহিত্য গবেষণামূলক গ্রন্থ 'সাহিত্য কথা' ।
- 'আশার ছলনে ভুলি' গবেষণামূলক গ্রন্থটির লেখক ড. গোলাম মুরশিদ । এরূপ – কালান্তরে বাংলা গদ্য, বিদ্যাসাগর ইত্যাদি ।

৫০। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা' সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থের রচয়িতা কে ?

- (ক) ড.শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় *
- (খ) ড.সুকুমার সেন
- (গ) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
- (ঘ) ড. দীনেশচন্দ্র সেন

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ড.সুকুমার সেন, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ড. দীনেশচন্দ্র সেনের সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ হলো 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' 'বাংলা সাহিত্যের কথা' এবং 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' ।
- অন্যদিকে, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা' সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থের রচয়িতা ড.শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ।